- :রূপবিজ্ঞান:-

যদ্যপি পাশ্চাত্যের ভাষাশাস্ত্রীদের সামনে রূপবিজ্ঞান একটা আধুনিক বিজ্ঞান, কিন্তু এই বিজ্ঞানের প্রাচীন ভারতেও পূর্ণভাবে বিকশিত ঘটেছিল। এর প্রমাণ পাওয়া যায় পাণিনীর অষ্টাধ্যায়ীতে। সর্বশেষে ব্যাকরণশাস্ত্র পদশাস্ত্র নামেই প্রসিদ্ধ হয়। এখানে মুখ্য ভাবে ভাষাবিজ্ঞানের রূপের (পদের) বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা হয়।

ভাষার সার্থক একক হল বাক্য। এই বাক্যও ভাষার একটি অবয়ব মাত্র। বাক্য হচ্ছে পদের বর্ণের বা সমূহ। অতঃ বাক্যে পদ ও পদে বর্ণ থাকে। পদের মধ্যে প্রত্যেক বর্ণের কোন অর্থ থাকেনা। যেমন- রামঃ- র্ আ ম্ অঃ –এর আলাদা আলাদা কোনো অর্থ হয় না, সেইপ্রকার বাক্যে প্রয়োগ ছাড়া পদেরও কোনো অর্থ হয় না। ভর্তৃহরি বাক্যপদীয়তে এইভাবে স্পষ্টরূপে নির্দেশ করেছেন

পদে ন বর্ণা বিদ্যন্তে বর্ণেষ্ববয়বা ন চ ।

বাক্যাৎপদানামত্যন্তং প্রবিবেকো ন কশ্চন।।

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিরও মত হল যে, “যেনোচ্চারিতেন সাস্নালাঙ্গুলককূদখুরবিষাণিনাং সম্প্রত্যয়ো ভবতি, স শব্দঃ।” অর্থাৎ সেটাই শব্দ যে সম্বন্ধ প্রত্যয়াদি বিনা পাওয়া যায়। সেইরূপই বলেছেন আচার্য পাণিনি ‘অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়ঃ প্রাতিপদিকম্” (অষ্টাধ্যায়ী- ১/২/৪৫) “কৃত্তদ্ধিতসমাসাশ্চ’(অষ্টাধ্যায়ী- ১/২/৪৬)। সার্থক ধ্বনি সমূহকে শব্দ বলা হয়। সংস্কৃতে একে প্রতিপাদিক বলা হয়। কোনো শব্দ যতক্ষন পর্যন্ত পদ না হয়, তার প্রয়োগ হতে পারে না। পদ বানানোর জন্য শব্দে কিছু বিশেষ অর্থের বোধক প্রত্যয় যুক্ত করা হয়। এই যুক্ত করার ফলে সেই শব্দ প্রয়োগের যোগ্য হয়। এই কথাই বলছেন মহাভাষ্যকার- “ন কেবলা প্রকৃতিঃ প্রযোক্তব্যা, নাপি কৈবলঃ প্রত্যয়ঃ। অপদং ন প্রযুঞ্জীত ইতি" (মহাভাষ্য)। পাণিনি বলছেন- “সুপ্তিঙন্তং পদম্।” অর্থাৎ সুপ্ ও তিঙ্ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে প্রাতিপাদিক/ধাতু পদসংজ্ঞা হয়। সেই প্রত্যয় দ্বারা বাক্যাঙ্গভূত পদগুলির পরস্পর সম্বন্ধ বোঝা যায় তাই সেগুলো সম্বন্ধতত্ত্ব ভাবে প্রসিদ্ধ। বিভিক্তিপ্রধান শ্লিষ্টযোগাত্মক ভাষাগুলোতে সংস্কৃতআদিতে সম্বন্ধতত্ত্ব স্পষ্ট বোঝাযায়। যথা- বালকঃ অশ্বং পশ্যতি। এখানে প্রাতিপাদিক বালকঃ, অশ্বঃ ও দৃশ্ (পশ্য)। তার মধ্যে

প্রত্যয় সু অম্, তি। এরকম বলা যেতে পারে- “ধ্বনীনাং কশ্চন বিশিষ্টাকারবান, বিশিষ্টার্থবান্ চ সমূহঃ রূপং/ পদং বা কথ্যতে।”

পদের বর্গীকরণ:-

(ক) আধারের অনুসারে সংস্কৃতে বিভিন্ন প্রকারের পদ স্বীকার করা অর্থ বোধের অনুসারে সাহিত্যকারেরা পদকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। হয়ে। যথার্থই বলেছেন মম্মটাচার্য -

স্যাদ্ বাচকো লাক্ষণিকঃ শব্দোত্র ব্যঞ্জকস্ত্রিধা” (কাব্য.প্র-২/৬)

(খ) ব্যুৎপত্তি অনুসারে পদ চার প্রকার। (১) যৌগিক পাচকাদি, (২) রুঢ়- বিপ্রাদি, (৩) যোগরুঢ়- পঙ্কজাদি, (৪) যৌগিকরুঢ়- উদ্ভিদাদি।

(গ)প্রবৃত্তি অনুসারে পদ চার প্রকার বলেছেন মহাভাষ্যকার “চতুষ্টয়ী শব্দান’ং প্রবৃত্তিঃ।” “জাতিশব্দাঃ, গুণশব্দাঃ, ক্রিয়াশব্দাঃ, যদৃচ্ছাশব্দাশ্চতুর্থাঃ”

(ঘ) বৈয়াকরণদের বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে প্রথম পক্ষের মতে পদ দুই প্রকার। যথা- নাম ও আখ্যাত। যাস্ক নিরুক্তে বলেছেন- ভাবপ্রধানমাখ্যাতং সত্ত্বপ্রধানানি নামানি। উপসর্গ ও নিপাত কে আলাদা গণনা করলে দ্বিতীয়পক্ষে পদ ৪ প্রকারের-

(১) নাম- সংজ্ঞা শব্দ(রাম, রমা, বালক ইত্যাদি)।

(২) আখ্যাত- ক্রিয়া শব্দ(জানা. খাওয়া ইত্যাদি)।

(৩) উপসর্গ- সম্বন্ধ অব্যয়(প্র, উপ, সম্ ইত্যাদি)।

(৪) নিপাত- অব্যয় শব্দ(চ,বা, ইব, হি ইত্যাদি)।

যাস্ক আরও বলেছেন-“তান্যেতানি চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতে চোপসর্গনিপাতশ্চ, তানীমানি ভবন্তি ” (নিরুক্ত-১/১)। “নামাখ্যাতে চোপসর্গনিপাতাশ্চেতি বৈয়াকরণাঃ” (নিরুক্ত-১৮/১/১)। “চতুর্ণাং পদজাতানাং নামাখ্যাতোপসর্গনিপাতানাং সন্ত্যপদ্যো গুণৌ প্রতিজ্ঞম্” (অথর্ব, প্রাতি.-১/১/১)।

“চত্বারিশৃঙ্গা, চত্বারিপদজাতানি নামাখ্যাতোপসর্গনিপাতাশ্চ” (মহা-১/১/১)। কর্মপ্রবচনীয় যোগ করলে ৫ প্রকার পদ। ভর্তৃহরি প্রাচীন মতের উল্লেখ করে বলেছেন যে, আচার্যরা পদের দুই, চার ও পাঁচ ভেদও স্বীকার করেছেন- দ্বিধা কেশ্চিৎ পদং ভিন্নং চতুর্ধা পঞ্চধাপি বা।

সংস্কৃত শব্দ নির্মাণের ঘটক তত্ত্ব:- সংস্কৃত শব্দ নির্মাণের মূল তত্ত্ব দুটি- প্রকৃতি ও প্রত্যয়

প্রকৃতি:-আধুনিক পাশ্চাত্য ভাষাশাস্ত্রীদের প্রকৃতির জন্য মূল করেন। কিন্তু বৈয়াকরণের মতে সন্দর্ভ অনুসারে ভিন্ন শব্দ প্রযুক্ত হ তদ্ধিত প্রত্যয়ে পূর্ববর্তী মূল প্রাতিপদিক কৃত্তিও পূর্ববর্তি ও মূল ধাতু বলে মনে করা হয়।

প্রত্যয়:- ধাতু প্রাতিপদিকের পর আসা শব্দ পদসংঘটক। পদগ্রাম প্রত্যয় নামে পরিচিত। সেটি দুই প্রকারের। যথা-

(ক) নিষ্পাদক প্রত্যয়- সংস্কৃতে এর দুটি উপবর্গ (১) (২) তদ্ধিত। প্রথম অবস্থায় কৃৎ প্রত্যয়ে ধাতুমূল থেকে শব্দমূলকে নিস্পাদ করার জন্য প্রযুজ্য করা হয়। যথা- বচ্+ অস্ বচস্। দ্বিতীয় হল তদ্ধিত প্রতারা। প্রাতিপদিক থেকে শব্দমূলকে নিষ্পাদনের প্রযুজ্য করা হয়। যথা- ৰাক্— ইক= বাচিক।

(খ) রূপ রচনা মূলক প্রত্যয়- এরও দুটি উপভাগ। (১) সুবন্ত ও (২) তিঙন্ত। প্রথমের প্রয়োগ সংজ্ঞাশব্দের নির্মাণের জন্য দ্বিতীয় প্রয়োগ ধাতুরূপ রচনার জন্য করা হয়।

নামপদ নির্মাণ:-

ধাতু প্রাতিপাদিক থেকে প্রত্যয় হয়। প্রাতিপদিক দুই প্রকার যথা অব্যুৎপন্ন ও ব্যুৎপন্ন। যেই প্রাতিপদিককে প্রকৃতি প্রত্যয় সরল ভাবে উৎপাদনের জন্য বিশ্লেষণ করা যায় না, সেটি অব্যুৎপন্ন প্রাতিপদিকা যেখানে বিশ্লেষণ সুখকৰ হয় সেটা ব্যুৎপন্ন। ধাতুজ প্রাতিপদিক। এটা এখানে স্মরণীয় যে যাস্ক এবং কিছু বৈয়াকরণ সব প্রাতিপদিক ধাতুজ বলে স্বীকার করেছেন। যথা- পত্র নামাখ্যাতজানীতি শাকটায়নো নৈরুক্তসময়শ্চ" (নিরুক্ত-১৪/১৩)। “সর্বাণি নামাণি আখ্যাতজানি’ (শাকটায়নঃ)। কিন্তু পাণিনি, পতঞ্জলিও অব্যুৎপন্ন ও প্রাতিপদিক স্বীকার করেছেন ভিন্ন সূত্রের দ্বারা যথা অব্যুৎপন্নানাং কৃতে“অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়ঃ প্রাতিপদিকম্" । ব্যুৎপন্নের জন্য “কৃতদ্ধিত-

সমাসাশ্চ'।ব্যুৎপন্ন পদ তিন প্রকার (১) কৃৎপ্রত্যয়ান্ত, (২) তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত ও (৩) সমস্তপদ।

কৃৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দ নির্মাণ

কৃৎ প্রত্যয় দুই প্রকার। (১) ক্রিয়ার্থক, (২) নামার্থক। ক্রিয়ার্থের সম্বন্ধ ক্রিয়াপদ নির্মাণের সঙ্গে যেখানেই বিচার করা হয় প্রসঙ্গ ক্রমে এখানে কেবল নামার্থক কৃৎ প্রত্যয়ের বিবেচনা করা হয়। নামপদ অর্থাৎ সংজ্ঞাও বিশেষণের নির্মাণে নামার্থক কৃৎপত্যয়ের প্রয়োগ হয়। আখ্যাতজানি নাম – স্বীকার করেন শাকটায়ন ইত্যাদি বৈয়াকরণেরা প্রত্যেক নামপদ ধাতু+কৃৎ এইরূপে স্বীকার করেন। অতএব তাদের মতে অসীম কৃৎ প্রত্যয়। কিন্তু পাণিনি প্রভৃতিরা ৫৫ অনুবন্ধরহিত কৃৎ প্রত্যয় বিহিত করেছেন। অব্যুৎপন্নপ্রাতিপদিক রূপ সিদ্ধের জন্য "উনাদয়ো বহুলম" (অষ্টাধ্যায়ী- ৩/৩/১) সূত্রের দ্বারা কেউ কেউ অন্ত্য প্রত্যয় স্বীকার করেন। প্রয়োগ ও অর্থ দেখে কৃৎ প্রত্যয়ের বর্গীকরণ প্রমুখ ভাবে নিম্নে আলেচনা করা হল। যথা-

(ক) কর্ত্রর্থকঃ- এতদ্বারা নিষ্পন্ন শব্দ কর্তাকে বোধ করে। যথা কর্তা(কৃ+তৃচ্), ঘাতকঃ(হন। অকঃ)।

(খ) কর্মার্থকঃ- ভোজনম্ (ভু+জঅ+ন) অজঃ (অজন+0)।

(গ) করণার্থকঃ- করণম্(কৃ+অন), দৃক্(দৃশ+0)।

(ঘ) সম্প্রদানার্থকঃ- গোঘ্নঃ(গো+হন+অ), দানীয়ঃ(দা+অনীয়)।

(ঙ)অপাদানার্থকঃ-উপাধ্যায়ঃ (উপ+অধি+ই+অ),পাপঃ(পত্+প)।

(চ) অধিকরণার্থকঃ- রঙ্গঃ(রঞ্জ+অ), আসনম্(আস্+অন)।

(ছ) ভাবার্থকঃ- গতিঃ(গম্+তি), ইচ্ছা (ইচ্ছ+আ)।

(জ) তচ্ছীলতদ্ধর্মার্থকঃ- বিভ্রাটকঃ(বিভ্রাট্+অক)।

(ঝ) হেত্বর্থকঃ- যশস্করঃ(যশস্+কৃ+অ)।

(ট) আশীর্বাদার্থকঃ- শত্রুহঃ (শত্রু+হন্+0), নিন্দকঃ।

(ঠ) আনুলোম্যার্থকঃ- বচনকরঃ(বচন+ কৃ+অ)।

(ড) ভূতার্থকঃ-সোময়াজী(সোম+যজ্+ইন্)।

(ঢ) ভবিষ্যদর্থকঃ- ভাবী (ভূ+ইন্), করিষ্যৎ(কৃ+স্যৎ)।

(ণ) বর্তমানার্থকঃ- গচ্ছৎ(গম্+অৎ); পূজিতঃ(পূজ+ত)।

(ত) বিশেষণার্থকঃ- স্ব প্রত্যয় দ্বারা তীক্ষ্ণ ইত্যাদি।

এখানে এটি স্পষ্ট যে কৃৎ প্রত্যয় অধিকভাবে কর্তৃ-কর্ম- করণ অধিকরণ-ভাবার্থক শব্দ নিষ্পন্ন করে। সেইরূপে এখানে অধিক ব্যবহৃত প্রত্যয় যথা- শূন্যপ্রত্যয়, অ, অক, অৎ, অন, অনীয়, অস্, আন, ই, ইর, হল, উ, ইক, উস্, ত, তি, প, ম, ব ইত্যাদি।